

## রোপা আমনে করণীয়

এখন শ্রাবন মাস, এসময় রোপা আমন রোপনের উপযুক্ত সময়। জাতের জীবনকাল ও আলোক সংবেদনশীলতার উপর নির্ভর করে রোপনকাল আগাম বা নাবী হতে পারে। দিনাজপুর অঞ্চলে বন্যার প্রকোপ না থাকায় রোপা আমন খুব গুরুত্বপূর্ণ। দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় এই তিন জেলা মিলিয়ে প্রায় ৫,০০,০০০ হেক্টর জমিতে রোপা আমন আবাদ হয়। প্রায় জাতগুলোই উচ্চ ফলনশীল তবে কিছু নাবী রোপন করা হয়। বি ধান-৩৪ সহ অন্যান্য সুগন্ধিযুক্ত রোপা আমন জাত নাবীতেও রোপন করা হয়।

জৈবসার সহ সুখম সার ব্যবহার করে এ মৌসুমে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যাবে। অধিকাংশ জৈব সারের গর্তের উপর কোন ছাউনি না থাকায় আমাদের দেশের জৈব সারের পুষ্টিমান ঠিক থাকে না। আর পরিমানমত মানসম্মত জৈবসার ব্যবহার করলে রাসায়নিক সারের পরিমান উল্লেখযোগ্য পরিমানে কম লাগবে। যদি জৈবসার ব্যবহার সম্ভব নাও হয় তবুও রাসায়নিক সার বিঘা প্রতি (৩৩ শতাংশে) নিম্নোক্ত হারে ব্যবহার করলে ভালো ফলন পাওয়া যাবে।

ইউরিয়া-২৬ কেজি, টিএসপি/ডিএপি-৮ কেজি, এমওপি-১৫ কেজি, জিপসাম-৬ কেজি, জিংকসালফেট (হেক্টা)-০.৬ কেজি। এ অঞ্চলে প্রচুর চাউলের কল আছে। এসব কলে ধানের তুষ জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর এই তুষ পোড়ানো ছাই প্রায় ২৫০ কেজি বিঘা প্রতি ব্যবহার করলে বিঘা প্রতি প্রায় ১০ কেজি এমওপি ও ৫ কেজি ফসফেট সার কম ব্যবহার করতে হবে। এছাড়াও এ ছাইয়ে প্রচুর পরিমানে সিলিকন নামক একটি উপাদান থাকে যা ধান গাছের বিভিন্ন রোগ ও পোকা যেমন ব্লাস্ট ও মাজরা প্রতিরোধ করতে ভূমিকা রাখে।

ছাই জমিতে শেষ চাষের পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে এবং তা ব্যবহারের পূর্বে পানিতে ভিজ়ে বা ধুয়ে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

রোপা আমন মৌসুমে প্রচুর বজ্রপাত সহ বৃষ্টি হয়। এ কারণে বৃষ্টির পানির সাথে বায়বীয় নাইট্রোজেন মাটিতে যোগ হয়। এজন্য রোপা আমনে ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ অনেক কম লাগে। এছাড়াও বর্তমানে ডিএপি সারের দাম সরকারীভাবে কমানোর ফলে এসারের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, প্রতি কেজি ডিএপিতে সম পরিমানে টিএসপি আছে, সাথে আছে ৪০০ গ্রাম ইউরিয়ার সমপরিমান নাইট্রোজেন। কাজেই ডিএপি সার ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইউরিয়ার ব্যবহার আনুপাতিক হারে কমালে ফলন বৃদ্ধিসহ আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যাবে।

### প্রচারেঃ



অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, দিনাজপুর অঞ্চল, দিনাজপুর।

টেলিফোন নম্বর: ০৫৩১-৬৬৭৮৯, E-mail: addaedin@gmail.com

প্রচার সংখ্যা : ৮,০০০ টি।

১৩ জুলাই/২০২০